## কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভা ২৭/৫/২০০৯খ্রি. তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করা জন্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বজি প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"এ দেয়া হলো।

**আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।**

কারিগরি কমিটির ৬১তম সভা গত ১১/১২/২০০৮ তারিখ জনাব এম হারুন-উর-রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১৯/১১/২০০৮ইং তারিখের ৪৬৪৭ (১৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর অধ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থি সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

**সিদ্ধান্ত ঃ** কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, ৬১তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

**আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি।**

বিগত ১১/১১/২০০৮ইং তারিখে ৬১তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে অবগত করানো হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ** কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬১তম সভায় সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবায়নের অগ্রগতি সদস্যগণকে অবহিত করা হলো।

**আলোচ্য বিষয় - ৩ ঃ আমন/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

আমন/২০০৮-০৯ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

| ক্রঃ | কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম | ট্রায়ালকৃত জাতের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | ব্রি হাইব্রিড ধান-৪ | |
| ২ | চেম্স ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ | রাইচার-১০১ | |
| | | সবুজ সাথী (HTP-22) | |
| ৩ | নর্থ সাউথ লিঃ | টিয়া (HTM-707) | |
| ৪ | লাল তীর সীড লিঃ | ময়না (HTM-303) | |
| | | বলাকা (TPN-001) | |
| ৫ | আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ | এল পি-১০০ | |
| ৬ | মেটাল এগ্রো লিঃ | JKRH-401 (সাফল্য-১) | |
| ৭ | সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ | এইচ এস ডি-৪১ (হীরা-১০) | |
| ৮ | হিমাদ্রী লিঃ | AE-001 (মনিহার-৩) এবং AE-002 (মনিহার-৪) | |
| ৯ | পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ | পাইনিয়ার পিএইচপি-৭১ (পেট্রো আমন-১৩০) | |
| | | পাইনিয়র ২৭পি৭৭ (পেট্রো আমন-১২৫) | |
| ১০ | ডায়নামিক এগ্রো সায়েন্স বাংলাদেশ | ধানসিঁড়ি-২ (VRH 602 Snow white) | |
| | | ধানসিঁড়ি-৫ (VRH 624 Hi grain) | |
| ১১ | ব্র্যাক | BW001 (জাগরন-৩) (২য় বর্ষ) | |
| ১২ | পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ | এগ্রোধান-১১ (Pioneer 27P51) | |
| | | এগ্রোধান-১২ (Pioneer-XR77932) | |
| ১৩ | বীজঘর এগ্রি ফার্ম এন্ড ইন্ডষ্ট্রি | আলোছায়া (বাফি-৫) | |
| ১৪ | এনার্জিপ্যাক | এগ্রোজি-১০০ (DHR-748) | |
| | | এগ্রোজি-১১০ (DHR-775) | |
| ১৫ | টেক এডভান্টেজ | এগ্রোজি-২০০ (MR-14) | |
| | | এগ্রোজি-২১০ (MR-16) | |

মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ২৩টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রি ধান-৩৯ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ২৭টি জাতের দুটি সেটে (A&B set) ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (এসসিএ প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-৪০০ থেকে এইচ-৪২৬ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নে পর মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত মাঠ মূল্যায়ন ফলাফল (Compilation) পূর্বক পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন হলে আলোচন শুরুতে এ আর হাওরাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানে ট্রায়াল দেয়া হলেও এ যাবৎ তেমন কোন ভাল জাত পাওয়া যায় নাই। এ ছাড়াও তিনি আমন হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল বাস্তাবায়নে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে ড. এ ডব্লিউ জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন), ব্রি বলেন যে, সুষ্ঠুভাবে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ভাবে জমি ও কৃষক নির্বাচন করা দরকার। এ ছাড়া ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারসহ চেক জাত নির্বাচনে স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়ে জনাব এস বি নাসিম জ্যৈষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক এগ্রো লিঃ, জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, প্রেট্রোক্যাম বাংলাদেশ লিঃ, জাব মনোয়ার ইসলা, অপারেটিভ ডিরেক্টর, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ, ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা ও জনাব মকফর উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপ্রীম সীড কোঃ লিঃ একমত পোষণ করেন। অতঃপর ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচঅলক (শস্য) বিএআরসি বরেন যে, ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালে জাতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং ট্রায়াল সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখতে হবে। তিনি আরো উরেলখ করেন যে, হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নে অনষ্টেশনে তেমন কোন অসুবিধা না হলেও অনফার্ম ট্রায়ালে কিচু অসুবিধ দেখা যায়। এ অসুবিধাগুলো দুর করা দরকার। সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, আমন মৌসুমে ভাল হাইব্রিড পাওয়া বেশ কঠিন। তবে ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন বিষয়টি জাতীয় ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে এর ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ** আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের সাথে ১৩০টি দিনের নিম্নে ব্রিধান ৩৯ এবং ১৩০ দিনের উপরের জাতসমূহের ক্ষেত্রে ব্রি ধান-৪৯ চেকজাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

**আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ (ক) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৩৩-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৯ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।**

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৩৯ জাতটি ১৯৯৮ সালে বিসি-৫ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৫ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতঃপর এ প্রজাতটি আই ১৩৩-০০ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩২ এবং ঈশ্বরদী ৩৪ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৭ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং হলুদাভ সবুজ। পর্ব মধ্য (internode) ববিন (bobin) আকৃতি। কান্ড শক্ত ও ফাঁপা (pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (Sowllen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) মধ্যম ও ডিম্বাকৃতির (oval) আকৃতির এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতায় খোল (leaf sheath) সুবজাভ বেগুনে বর্ণের (greenish yellow) এবং কান্ডের সাথে হালকাভাবে লেগে থাকে। পাতায়া খোলে (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং লালচে (redish) বর্ণের। ভিতরে অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ডেনটয়েড (dentoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩৯ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-৩২ এবং ঈশ্বরদী-৩৪ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালীন সময়ে ঈশ্বরদী-৯, ঈশ্বরদী-৩২ ও ঈশ্বরদী-৩৪ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭১.৮১ থেকে ১৪০,০০, ৭০.৪৯ থেকে ১৩৫.০০ এবং ৬৪.৩০ থেকে ১২৫.০০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়েছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারন ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। জাতটির গড় পোল হার (%) কেন (আখে বিদ্যমান চিনির পরিমাণ) উচ্চ পোল হার (%) কেন ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৬ এর চেয়ে একটু কম হলেও অক্টোবর মাসে বেশী পোল হার (%) কেন পাওয়া যায়।

জতিটি খরা জলাবদ্ধাত সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত লাল পচা, উইল্ট, স্মপাট ও সাদা পাতা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে পাইনএ্যাপল রোগের প্রতি মাঝঅরী ধরণের প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চরের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মুল্যায়ণ দল ৭টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ছাড়করণের সুপারিশ করেছেন। যশোর অঞ্চলে মাঠ মূল্রায়ন দল জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছেন।

উক্ত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা বিস্তারিত ভাবে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতিটর ফলন, ব্রিক্স ও পোল হার (%) কেন চেকজাত থেকে বেশী। ইহা ছাড়াও প্রস্তাবিত জাতটি জলাবদ্ধতা, বন্যা,খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল এবং লালপচা রোগ প্রতিরোধী। তিনি আরো বলেন যে, কৃষক ও মিল উভয় দিক বিবেচনা করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির ছাড়করণ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা হয়। আলোচনা কালে সভাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে চেক জাতের বীজনকাল ও ফলন যথাযথ ভাবে উল্লেখ না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি জাত ছাড়করণ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুল্যায়ন দলের মাধ্যমে একটি পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
**সিদ্ধান্ত ঃ** মূল্যায়ন দল কর্তৃক চেকজাতের ফলন উল্লেখসহ একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আখের আই-১৩৩-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩৯ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

**খ) বাংলাদেশে ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের আই ১৪৯-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৪০ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।**
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৪০ জাতটি ১৯৯৮ সালে ঈশ্বরদী ২৭ এর সাথে ঈশ্বরদী ২৪ জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংকরায়িত প্রজাতটি অন্যান্য জাতের সাথে পর পর দুই বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

অতঃপর এ প্রজাতটি আই ১৪৯-০০ হিসেবে প্রাথমিক (Preliminary), অগ্রগামী (Advanced) ও পরপর তিন বৎসর আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩২ এবং ঈশ্বরদী ৩৪ এর সাথে তুলনা করার পর ২০০৭ সালে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী ৪০ জাতের কান্ড (stalk) লম্বা, মধ্যম আকারের এবং রং সবুজাভ হলুদ। পর্ব মধ্য (internode) ববিন (bobin) আকৃতি। কান্ড মাঝারী শক্ত ও ফাঁপা (pipe) দেখা যায় না। গিরা (node) ফোলা (sowllen) এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। চোখ (bud) মধ্যম ও ডিম্বাকৃতির (oval) আকৃতির এবং পরিপক্ক চোখের উপরের অংশ গ্রোথরিং (Growth ring) স্পর্শ করে থাকে। পাতা মাঝারী চওড়া ও গাঢ় সবুজ রং এবং অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতায় খোল (leaf sheath) প্রচুর পরিমাণ হুল দেখা যায় না। ডিউল্যাপ (Dewlap) ত্রিকোনাকৃতির (triangular) এবং বেগুনী সবুজ (pinkish green) বর্ণের। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ডেনটয়েড (dentoid) ও বাহিরের অরিকল ট্রানজিশনাল-৩ (transitional-3) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায়।

প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী -৪০ জাতের ফলন ক্ষমতা মানদন্ড হিসাবে ঈশ্বরদী-৩২ এবং ঈশ্বরদী-৩৪ এর চেয়ে ভাল। পরীক্ষাকালনি সময়ে ঈশ্বরদী-৪০ , ঈশ্বরদী-৩২ ও ঈশ্বরদী-৩৪ এ হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৭১.০৯ থেকে ১৫০,০০,৭০.৪৯ থকে ১৩৫.০০ এবং ৬৪.৩০ থকে ১২৫.৫০০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়অ গিয়েছে। গুড়ের গুনগত মান ভাল। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারন ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়।
জাতটির গড় পোল হার (%) কেন (আখে বিদ্যমান চিনির পরিমাণ) উচ্চ পোল হার (%) কেন ইক্ষু জাত ঈশ্বরদী ৩৬ এর চেয়ে একটু কম হলেও অক্টোবর মাসে বেশী পোল% কেন পাওয়া যায়। জাতটি খরা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু তবে বন্যা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। কৃত্রিম পরীক্ষায় এ জাতটি রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে মানদন্ড হিসাবে ব্যবহৃত ঈশ্বরদী-২০ এর মত লাল পচা ও সাদা পাতা রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে পাইনএ্যাপেল রোগের প্রতি মাঝারী প্রতিরোধী এবং স্মাট রোগের প্রতি সংবেদনশীল। যদিও প্রাকৃতিক অবস্থায় মুল ও মুড়ি আখে স্মাট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। উক্ত জাতটি দেশের ৫টি (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল ৭টি স্থানের মদ্যে ৬টি স্থানের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ছাড়করণের সুপারিশ করেচেণ। যশোর অঞ্চলে মাঠ মুল্যায়ন দল জাতটিকে পুনঃট্রায়ালের জন্য মতামত দিয়েছেন। উক্ত ফলাফল পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আলমগীর মিয়া, প্রধান প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা বিস্তারিত ভাবে প্রস্তাবিত জাতের বিভিন্ন গুণাগুণ উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ফলন, ব্রিক্স ও পোল হার (%) কেন চাকজাত থেকে বেশী। ইহা ছাড়াও

প্রস্তাবিত জাতটি জলাবদ্ধতা, বন্যা, খরা ও লবনাক্ততা সহনশীল জাত এবং লালপচা রোগ প্রতিরোধী। অতঃপর প্রস্তাবিত জাতটির ছাড়করণ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা হয়। আলোচনা কালে সবাপতি মহোদয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে চেক জাতের জীবনকাল ও ফলন যথাযথ ভাবে উল্লেখ না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি জাত ছাড়করন বিষয়ে পূর্নাঙ্গ মুল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মূল্যায়ন দলের মাধ্যমে চেকজাতের ফলন উল্লেখসহগ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ** মূল্যায়ন দল কর্তৃক চেকজাতের ফলন উল্লেখসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দারিখলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আখের আই-১৪৯-০০ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৪০ হিসেবে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

**আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।**

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার আলোচ্য সূচী-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের নিমিত্তে পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়।

১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ ৩। ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ও বিভাগীয় প্রধান, বারি, গাজীপুর ৪। জনাব কে এম নজরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক, বজি পরীক্ষাগার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতীল ৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, কনসালটেন্ট, সুপ্রীম সীড কোম্পানী ৬। জনাব মোঃ মোঃ আজিজুল হক, সিনিয়র প্রোডাকশন ম্যানেজার, ধান বীজ উৎপাদন, ব্র্যাক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এবং ৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। উল্লিখিত উপ কমিটি কর্তৃক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের ৩টি সভার মাধ্যমে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করা হলে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্টস এসোশিয়েশন বলেন যে, ননোটিফাইড ফসলের বীজ নিয়ে পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি বেসরকারী সেক্টরই বেশী কাজ করে থাকে। সে লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি আরও পর্যালোচনা ও যাচাই-বাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরনের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ননোটিফাই ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃউপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির সকল সদস্যসহ সীড সেক্টরের সকল এসোশিয়েশনের নিকট মতামতের জন্য প্রেরন কর হয়। উল্লেখ্য যে, ২৩/৩/০৯ইং তারিখ মাহ পরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিএই, খামার বাড়ী, এইসি, ডানিডা'র সম্মেলন কক্ষে প্রাপ্ত লিখিত মাতমতের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারীম বেসরকারী ও প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহনের মাধ্যমে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) অদ্যকার সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হয়। পর্যালোচনা কালো মাঠমান ও বীজমানে কিছু টাইপিং ভুল পরিলক্ষিত হয়। সভাপতি মহোদয় ননোটিফাইড ফসলের মাঠমান ও বীজমান নির্ধারনে উদ্যোগ গ্রহনে প্রশংসা করেন তিনি বলেন যে, প্রেক্ষাপট বর্ণনা পূর্বক প্রতিবেদনটিতে একটি মুখবন্ধ সংযোজন করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাইড ফসরের মাঠমান ও বীজমান নির্ধারনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা পূর্বক একটি মুখবন্ধ সংযোজন করে কমিটি কর্তৃক আরও সংশোধন পূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করা (দায়িত্বঃ এসসিএ ও গঠিত কমিটি)।

**আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ভারতীয় পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা প্রসংগে।**

কারিগরি কমিটির ৫৪তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজেআরআই ভারতীয় পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জারে আঁশের গুণাগুণ ও বীজ উৎপাদনে গবেষণা ফলাফল জানুয়ারি/০৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত ছিল। বিজেআরআই থেকে উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল সভায় উপস্থাপন করা হলে এ ব্যাপারে জনাব মোঃ আসদুজ্জামান, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই নিম্নোক্ত ৬টি কারণে জেআরও-৫২৪ জাতটি ছাড়করণ সমীচিন হবে না বলে উল্লেখ করেন।

ক) দেশী তোষা পাটের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের ফলন কম হয়।
খ) আগাম বপনের কারণে জেরআও-৫২৪ জাতে আগাম ফুল আসার প্রবণতা বেশী।
গ) রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ ও-৭২ এর তুলনায় জেআরও-৫২৪ জাতে বেশী।
ঘ) জেআরও-৫২৪ জাতের আঁশের মান ও-৭২ জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের।
ঙ) জেআরও-৫২৪ জাতের আমদানীকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ যথাযথ নয়।
চ) দেশীয় তোষা জাতের চেয়ে জেআরও-৫২৪ জাতের বীজের ফলন কম হয়।

এ বিষয়ে জনাব আনোয়ারুল হক, এসএসবি বলেন যে, আমরা আমদানীকারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাটের জেআরও-৫২৪ জাতের যে বীজ আমদানী করি তা প্রত্যায়িত শ্রেণীর। কিন্তু বিজেআরআই পরীক্ষার যে বীজ সংগ্রহ করেছে তা কোন উৎসের বীজ সংগ্রহ করেছেন জানা দরকার। ডঃ লুৎফুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিজেআরআই যদি খোলা বাজার থেকে বীজ ক্রয় করে থাকে তবে নির্ধারিত মানের বীজ পেয়েছে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। যদি বিএডিসি থেকেও সংগ্রহ করে থাকে সেক্ষেত্রে বিএডিসি উক্ত বীজ আমদানীর জন্য অনুমোদিত সংস্থা বিধায় প্রত্যয়ান বিষয়ে মন্তব্য যুক্তি গ্রাহ্য নয়। তাই তারা অফিসিয়ালী বলতে পারেন না যে এটি প্রত্যায়িত শ্রেণীর অথবা প্রত্যায়িত নয়। আলোচনার এ পর্যায়ে বিজেআরআই এর বিজ্ঞানী ডঃ এম আব্বাস আলী বলেন যে, এই বীজ দুইটি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথমতঃ বিএডিসি এবং দ্বিতীয়ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংঙ্গ নিরোধ উইং থেকে।
ডঃ এম নুরুল আলম চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি বলেন যে,যেহেতু এদেশে তোষা পাটের বীজের চাহিদা রয়েছে এবং ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজ অনুমোদিত পন্থায়ই আমদানী করা হয়ে থাকে, সেহেতু এ জাতের পাট ফলন আঁশ এবং কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদানের উপযোগীতা নিরুপনের জন্যই বিজেআরআইকে গবেষণা রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে আরো গবেষণার জন্য বিজেআরআই, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে একটি গবেষণা কর্মসূচী প্রনয়ণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।
"বিজেআরআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং বিএডিসির সমন্বয়ে জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের উপর চূড়ান্ত গবেষণা কর্মসূচী প্রনয়ণ করবে। মাঠ দিবসের সময় নার্স (NARS) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঠ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিজেআরআই, ডিএই, এসসিএ এবং বিএডিসির)"

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের উপর আরো গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। উক্ত টাস্কফোর্স গত ২০০৭-০৮ পাট মৌসুমে মোট ৫টি কেন্দ্র যথা- বিজেআরআই এর ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, বিএডিসি'র চিৎলা ও নশিপুর-জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর পাশাপাশি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৭২ এবং ও-৯৮৯৭ জাত বপন ও মূল্যায়ন করা হয়। গঠিত কমিটি সার্বিক গবেষণা কার্যক্রম শেষে এই মর্মে ফলাফল ব্যক্ত করেছেন যে,

১) জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গড় ফলন দেশীয় জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাতের গড় ফলনের চেয়ে বেশী নয়।
২) দেশী জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ জাতের তুলনায় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আঁশের গুনগত মান ভাল নয়।
৩) দেশীয় জাত ও-৯৮৯৭ এবং ও-৭২ এর চেয়ে ভারতীয় জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) এর বীজের ফলন কম।

সর্বপরি কমিটি নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন ঃ
১। দেশীয় জাতের তোষা পাট বীজ উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
২। দেশীয় জাতসমূহের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে চাষী, বিএডিসি, ডিএই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো উৎসাহিত হতে হবে।
৩। দেশীয় উৎপাদিত পাট বীজ বিপনণের জন্য বিএডিসিকে আরো সচেষ্ট হতে হবে।
৪। দেশীয় পাট বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে বলিষ্ঠ প্রচারনার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের আমদানীকৃত বীজ প্রত্যায়িত বীজ হতে হবে এবং আমদানী নীতির সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বীজ আমদানী করতে হবে।

কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে দেশে পাট বীজের ঘাটতি পূরন করতে হলে পাট বীজ আমদানী অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে অবৈধভাবে নিম্নমানের পাট বীজ সীমান্ত পথে চলে আসতে পারে। এ সকল নিম্ন মানের বীজ ব্যবহার করে কৃষকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রীম সীড কোং লিঃ, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এবং এনার্জিপ্যাক বাংলাদেশ লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ একমত পোষণ করেন। অতঃপর আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ** দেশীয় পাট বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদা পূরন না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে প্রত্যায়িত মানে জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতের পাট বীজ আমদানী অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আব্দুর রউফ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।